চিরন্তন চিত্রের নিবেদন
নিশি পদ্ম

চিরন্তন চিত্রের প্রথম নিবেদন

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাহিনী অবলম্বনে

"নিশি পদ্ম"

প্রযোজনা : **শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।**

সঙ্গীত-পরিচালনা : **নচিকেতা ঘোষ।**

ঃ সংগঠনে ঃ

চিত্রশিল্পী : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দ্দেশক : সুনীতি মিত্র। সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা : নন্দ দুলাল দাস ও বীরেন মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : গৌর দাস। রসায়নাগারে : অবনী রায়, অজিত ঘোষ, তারাপদ চৌধুরী, অবনী মজুমদার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী, ধীরেন গুহ। শব্দ-যন্ত্রী : নৃপেন পাল, অনিল নন্দন। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুর্নশব্দযোজক : শ্যামসুন্দর ঘোষ। যন্ত্রসঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা। পশ্চাৎপটশিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জ্জী, নবকুমার কয়াল। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। পোষাক সরবরাহ : সিনে ড্রেস্। সজ্জাকর : দাশরথি দাস। ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : কালো দাস। দৃশ্যসজ্জা : পঞ্চু পোরে, কালিন্দী, মনি সর্দ্দার, ননি সর্দ্দার, গোপাল ভৌমিক, মহম্মদ, হারা প্রামাণিক, সন্তোষ, সুশীল বোস, ৺অপূর্ব্ব মিত্র, লাল মোহন, জব্বর। স্থিরচিত্র : ফটো আর্টস্। আলোক সম্পাত : সতীশ হালদার, জগন ভকত, দুখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিশওয়াল। গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, চণ্ডীদাস বাবু, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠ সঙ্গীত : মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতি মুখোপাধ্যায়, লক্ষণ হাজরা। প্রধান সহকারী পরিচালক : জগদীশ মণ্ডল। প্রচার সচিব : রবি বসু।

ঃ সহকারিবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় : কাজল মজুমদার, উজ্জল মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনায় : অলক দে, জয়ন্ত শেঠ। সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়। চিত্রগ্রহণে : জয় মিত্র, দুর্গা রাহা, নূর আলি। পিল্পনির্দ্দেশনায় : বুদ্ধদেব ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় : হরি সরকার, শিবশঙ্কর দাস। শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী, ভোলানাথ সরকার, জুগা রাম। রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস।

১নং এন, টি, স্টুডিওতে ওয়েস্ট্রেক্স্ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত, আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

ঃ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ঃ

শ্রীযুক্ত অমর চন্দ্র নান্। শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ মিত্র (দাঁই হাট)।
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য (সিঙ্গি), কল্যাণপুর জমিদার বাড়ী।

রূপায়ণে

উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী, অনুপকুমার, মাষ্টার মলয়, জহর রায়, তপতী দেবী, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে, রজনীগুপ্তা (বেবি), রাজলক্ষ্মী, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, আশা দেবী, অসীম চক্রবর্ত্তী, প্রেমাংশু বসু, জগদীশ মণ্ডল, সমর মুখার্জ্জী, মন্মথ মুখার্জ্জী, অনাদি ব্যানার্জ্জী, গোপেন মুখার্জ্জী, মন্দিরা রায়, সুশীল দাস, সুশীল চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন দত্ত, অমর মুখার্জ্জী, ডাঃ প্রসাদ ব্যানার্জ্জী, শ্যামল ব্যানার্জ্জী, বারিন মুখার্জ্জী, চন্দ্রশেখর রায়, রমেন চক্রবর্ত্তী, কেষ্ট ব্যানার্জ্জী, অমিয় ব্যানার্জ্জী, মাণিক রায় চৌধুরী, অজিত সিং, ৺মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মণি সিংহ, রমেন দত্ত, নিমাই দত্ত, ক্ষুদিরাম সেন, পরমানন্দ প্রসাদ, কার্ত্তিক প্রামাণিক, অমিতাভ, অসিত সাহা, সীতেশ চক্রবর্ত্তী, বিমল মুখার্জ্জী, গুপী বাবু, দোলনচাঁপা, সন্ধ্যা সর্ব্বজ্ঞ, সমরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী, চাঁপা মুখার্জ্জী, রজত ঘোষ, আনন্দ মণ্ডল, সনৎ মহান্ত, গণেশ দাস, শঙ্কর দত্ত, জগন্নাথ মহান্ত, মহাদেব, বাবলু, চন্দ্রকান্ত ব্যানার্জ্জী, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, রাজকুমার, মাষ্টার গৌতম, ভগবতী ভট্টাচার্য, মীরা মুখার্জ্জী, শিবব্রত মজুমদার, মাষ্টার নির্ম্মল, হাসি মজুমদার, সুযশ মুখার্জ্জী, মঞ্জরী, সুপ্রিয়া, শঙ্কর, গীতা, অমিত, মিঠু, উদয় রাজ, হেমন্ত, আকাশ, রবি, আল্পনা সরকার প্রভৃতি।

কাহিনী

এ কাহিনী ভাগ্যবিড়ম্বিতা, স্বামী পরিত্যক্তা জীবনযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত এক নারীর কাহিনী।

স্বামীর ঘরে স্থান না হওয়ায় পুষ্প তার বিধবা মায়ের কাছে তাদের পৈত্রিক ভিটা কাত্তিকপুরে ফিরে এল। কিন্তু দিন চলা ভার, তাই কাজের চেষ্টায় সে গ্রামের বিপত্নীক হারাধন মুখুজ্জের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁকে তার দুঃখের কথা জানাল। তিনি তার লম্পট স্বামীর দ্বিতীয় বার বিয়ের কথা শুনলেন, সহানুভূতি দেখালেন কিন্তু তাঁর এমন অবস্থা ছিল না যাতে তিনি তার কোন সুব্যবস্থা করতে পারেন।

কাজের সন্ধান সেখানে না পেলেও আর একটি জিনিষের সন্ধান পুষ্প সেখানে পেল। হারাধন মুখুজ্জের মাতৃহারা সন্তান ভুতুকে দেখে তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব জেগে উঠল, ইচ্ছে হ'ল ভুতুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। কিন্তু মনের সাধ মনে চেপে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এল পুষ্প।

সংসারের অভাব অনটনের চাপে কোথাও কোন কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে উঠল পুষ্প। উপরন্তু তার যৌবনদীপ্ত দেহের প্রতি অপরের লোলুপ দৃষ্টিও তার নজর এড়ালো না। কিন্তু সকল প্রলোভন কাটিয়ে সৎ জীবন যাপনে বদ্ধপরিকর, তাই সে কোন কিছুই গ্রাহ্য করল না। অলক্ষ্যে বিধাতা হাসলেন! অবস্থার চাপে পড়ে বিভ্রান্তা হয়ে সে কলকাতায় এসে নটীর জীবনযাপনে বাধ্য হ'ল। কিন্তু তার মাতৃস্নেহের ফল্গুধারা শুকিয়ে যায়নি তাই নিজের বাসার কাছাকাছি একদিন ভুতুকে দেখতে পেয়ে তার বঞ্চিত মাতৃত্ব আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। খবর নিয়ে জানল যে হারাধন মুখুজ্জে কাছাকাছি বাসাভাড়া নিয়ে আছেন। ভুতুও আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছে। মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ভুতু পুষ্পকে পেতে চায় এবং পেলও। মাতৃত্বে বঞ্চিত এবং মাতৃস্নেহে বঞ্চিত দুজনে দুজনকে পেয়ে তৃপ্ত আর ধন্য।

অলক্ষ্যে বিধাতা আর একবার হাসলেন। হারাধন আবার গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। পুষ্প বুঝলো বিচ্ছেদের দিন আগত। ভুতুও মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেয়েছিলো পুরোপুরি, তাই দু'জনের অন্তরই বিচ্ছেদের ব্যাথায় কেঁদে উঠল। তবুও নির্মম বিচ্ছেদ যখন এল তখন ভুতু বলে গেল "আমি আবার তোমার কাছে আসব।"

কিন্তু সেই বিচ্ছেদের পর মিলনের পাত্রটি কি আবার পূর্ণ হয়ে উঠেছিল কোন দিন???

ভুতুরা চলে যাবার পর পুষ্পর জীবনে এল বিরাট পরিবর্তন। সে ঠিক করল নটীর জীবন যাপন সে আর করবে না। তাই সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে পুষ্প দাসীবৃত্তি গ্রহণ করল। অন্তরে সব সময়ই তার ভুতুর চিন্তা।

এর পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। হারাধন মুখুজ্জে মারা গেছেন। ভুতু বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে এবং কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি করছে।

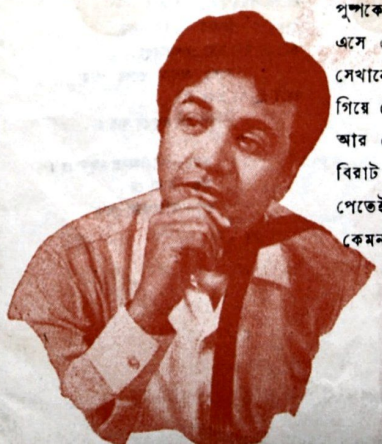

পুষ্পকে সে ভুলতে পারেনি। কলকাতায় এসে প্রথমেই সে পুষ্প যেখানে থাকত সেখানে গেছে তার খোঁজে কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেছে যে নটীদের বসবাস সেখানে আর নেই তার বদলে সেখানে উঠেছে বিরাট অট্টালিকা। ভুতু ভাবে, পুষ্পর দেখা পেতেই হবে তাকে। কিন্তু কোথায়? কেমন করে?

সঙ্গীত

(১)

রাজার পক্ষী উইড়্যা গেলে
রাজা নতুন পক্ষী বান্ধে,
আর দুখীর পক্ষী উইড়্যা গেলে
দুখী শূণ্য খাঁচায় কান্দে ॥
সেই কান্না কেউ শোনে না
চেনা মানুষ হয় অচেনা
ও তার পূর্ণিমাতে মন-গগনে
গেরন লাগে চান্দে ॥
শূণ্য খাঁচা শূণ্য হৃদয়
শূণ্য দুখীর মন
ভরা যৌবন তবু দুখীর
শূণ্য ত্রিভুবন
নীতি ধর্ম্ম ভালবাসা
সবই যেন খেলার পাশা
ও তার জীবন যেন বন্দী হইল
জয়া খেলার ফান্দে ॥

কথা—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র
সুর—নচিকেতা ঘোষ

(২)

যা খুশী ওরা বলে বলুক
ওদের কথায় কি আসে যায় ॥
ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে
নিশি পদ্মের মধু যে খায় ॥
ওরা দিনের বেলা যাদের দেখে
শুধুই ঘৃণা ছেটায়
আবার রাতে তাদের বধূ করে
পশুর খিদে মেটায়
ওদের এমন যাদু দিনে সাধু
নামাবলী ওরা পরে যে গায়
ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে
নিশিপদ্মের মধু যে খায় ॥
তোমরা পাঠশালার সাকি সেজে
যাদের পান-পেয়ালা ভর,
তাদের কাছে কি পেলে তার
হিসাব কেন কর,
ওরা যে গণ্য মান্য দেশবরেণ্য
দশের প্রণাম ওদের পায়
ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে
নিশিপদ্মের মধু যে খায় ॥

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥
কণ্ঠ—মান্না দে।
সুর—নচিকেতা ঘোষ

(৩)

না-না-না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না।
শুনেছি চৌধুরী বাড়ীতে নাকি বসেছে আসর
এনেছে কলকাতারই নামকরা সেই নট্ট কোম্পানী
যে পালাটা করছে ও তার নাম যে তাসের ঘর ॥
কথা—(বুঝলে নটবর) তুমিও যাবে না আমিও যাব না)
না-না-না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না,
মুখে রং মেখে আর মুখোশ প'রে
পরি যে পরচুলো
আমরা যা নই তাই সেজে সবার
কথা—(চোখে ধূলো দি, বুঝলে, চোখে ধূলো দি)
আমরা যা নই তাই সেজে সবার
চোখে যে দিই ধূলো
ছক বাঁধা এই জীবনপালায় নেই যে অবসর ॥
এই যাত্রাই দেখছি রোজই
খোঁজ রাখে কে তারই
আমার জীবনটা যে
সেই যাত্রাদলের অধিকারী
আমার মনটা যদি সিরাজ সাজে
কথা—(বুঝলে নটবর, এই মনটা যদি সিরাজ সাজে
আমার ভাগ্য মীরজাফর।)

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ—মান্না দে
সুর—নচিকেতা ঘোষ

কেন ফেরে না যে কানু ফিরে এলো ধেনু
এলো আঁধার ব্রজের পথে।
কী হ'লো কে জানে মন মন নাহি মানে
এক তিল কোনো মতে॥
ওরে সকল সোনা মলিন হলো
কালো সোনার চেয়ে।
আজ মন ভরেছে কোল ভরেছে
যাদুরে মোর পেয়ে
পলকে প্রমাদ গণি
হারালে নয়ন মণি
শত সূর্য্য থাকতে চোখে
আঁধায় আসে ছেয়ে॥
কে পেয়েছে হেন রতন
এমন মাণিক আর কী আছে
মা ডাকিলে হৃদয় আমার
উথলি-পাথলি নাচে।
চোখে চোখে রাখি তাই
ভাবনার শেষ নাই
নিমেষ বরষ হয় চাঁদমুখে চেয়ে
ও মোর বরষ নিমেষ হয় চাঁদমুখে চেয়ে॥

কথা—চণ্ডীদাস বসু
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
সুর—নচিকেতা ঘোষ

মুভিমায়া (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক ৪৩নং লেনিন সরনী হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।